খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।
(ভেটেরিনারি দপ্তর)

গত ২৮/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১-০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ভেটেরিনারি সার্জনের দপ্তর কক্ষে পরিবেশে উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির **সভাপতি ও ০১ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা,** কেসিসি এর সভাপতিত্বে পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্য্য-বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সভায় উপস্থিত পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ ঃ

ক)	জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা	সভাপতি-পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি ও	সম্মানিত কাউন্সিলর,	ওয়ার্ড নং - ২০,	কেসিসি।
খ)	জনাব এস.এম. খুরশিদ আহম্মেদ	সদস্য-পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি ও	সম্মানিত কাউন্সিলর,	ওয়ার্ড নং - ১৩,	কেসিসি।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ঃ

(ক)	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস	- ভেটেরিনারি সার্জন	- কেসিসি।
(খ)	জনাব রেজবিনা খানম	- স্থপতি	- কেসিসি।
(গ)	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান তালুকদার	- সম্পত্তি কর্মকর্তা	- কেসিসি।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সাথে সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পরম করুণাময় আল্লাহর নামে সভার কার্য্য শুরু করেন।

আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সুপারিশমালা
আলোচ্যসূচী -০১ ঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে ও পরিবেশ রক্ষায়, পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ গ্রহণ।	আলোচনা ঃ অদ্যকার সভার সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক ভেটেরিনারি সার্জন জনাব ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস-কে সভার এজেন্ডা উপস্থাপনের জন্য বলেন। ভেটেরিনারি অফিসার সভায় উপস্থিত সভার সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের সাথে সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময় পূর্বক অদ্যকার সভার ০১ নং এজেন্ডা বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে ও পরিবেশ রক্ষায়, পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনায় বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকার রাস্তার দুই পার্শ্বে এবং আইল্যান্ডে, স্কুল/কলেজ সহ যেকোন সরকারী খালি জায়গায় বনায়ন সহ দেশী প্রজাতির (বকুল, কদম, পলাশ, জারুল, তাল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, নিম, কঁদবেল, সীল কড়ই, অর্জুন, নদীর পাড়ে বা বড় স্থানে বট ইত্যাদি) পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপন করা যেতে পারে। এমনকি সরকারি পরিত্যক্ত জায়গায়ও গাছ লাগানো যাবে। এ সময়ে সভার সভাপতি মহোদয় জানতে চান খুলনা মহানগরী এলাকায় সরকারী সকল প্রতিষ্ঠান সহ পতিত/পরিত্যাক্ত/খালি জায়গায় গাছ লাগানোর বিষয়ে আইনগত কোন ভিত্তি আছে কি-না। তখন ভেটেরিনারি অফিসার ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস, এ সংক্রান্ত আইনগত {স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন,২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ২৪.১-২৪.৬ (উপধারা)} বিষয়গুলি তিনি তুলে ধরেন এবং একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেসনে দেখান। তিনি আরও বলেন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কিছু গাছ রয়েছে, যা আমাদের দেশে রোপন করা উচিত নয়, যেমন-ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি বা একাশিয়া এবং বোতলব্রাস ইত্যাদি বিদেশী ক্ষতিকর গাছ। পরিবেশবান্ধব	**সুপারিশমালা ঃ** ১) কেসিসি'র উদ্যোগে সম্মানিত ৪১ জন কাউন্সিলরবৃন্দের প্রত্যেককে ১০০টি করে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে ও মাননীয় মেয়র মহোদয় ৯০০ টি সহ মোট ৫০০০ টি গাছ মহানগরীতে লাগানো এবং উক্ত গাছগুলি সংরক্ষণের জন্য বাঁশের তৈরী খাঁচা ও বাঁশের খুটি সরবরাহ করে গাছগুলি রক্ষা করা যেতে পারে। সম্মানিত কাউন্সিলর মহোদয়ের নেতৃত্বে WLCC কমিটিকেও বৃক্ষ রোপন ও সংরক্ষণের কাজে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে।

	বৃক্ষ, পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি অতিবৃষ্টি/অনাবৃষ্টি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্ষ রোপনের পর তা সংরক্ষণই মুল চ্যালেঞ্জ, দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোপিত বৃক্ষের বেশিরভাগকেই রক্ষা করা যায় না। কেসিসি'র সম্পত্তি কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুজ্জামান তালুকদার বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খুলনা মহানগরী এলাকায় রোপিত বৃক্ষের তালিকা সভায় উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ, প্যানেল মেয়র-২ ও সম্মানীত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩, কেসিসি, বলেন- কর্পোরেশন এলাকায় বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধ ও পরিবেশ রক্ষায় মহানগরীর বিভিন্ন রাস্তাঘাট সহ পরিত্যাক্ত খালি জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগাতে হবে। আমাদের দেশি অনেক গাছ (বকুল গাছ, পলাশ গাছ, কদম গাছ, মেহগনি গাছ, নিম গাছ, নারিকেল গাছ, তাল গাছ ইত্যাদি) রয়েছে, যা রাস্তার ধারে, রাস্তার ডিভাইডারে/আইল্যান্ডে ইত্যাদি স্থানে লাগানোর জন্য উপযোগি, এছাড়া আমার দেখা থাইল্যান্ডের বিভিন্ন প্রজাতির গাছও (লাল কদম, ফক্সটেল, লিপস্টিক ইত্যাদি) লাগানোর বিবেচনায় নিতে পারি। এই গাছগুলি ১৫ ফুটের বেশি উচু হয় না। এটা বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধ সহ শহরের সৌন্দর্য্যবন্ধন করবে। এ সময়ে সভার সভাপতি মহোদয় একমত পোষণ করে বলেন, শহরের সৌন্দর্য্যবন্ধনে দেশী ও থাইল্যান্ডের গাছসহ পরিবেশ রক্ষায় উল্লিখিত পরিবেশবান্ধব গাছ লাগানো যেতে পারে। কেসিসি'র ৪১ জন কাউন্সিলর প্রত্যেকে ১০০ টি করে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে ৪১০০ টি ও মাননীয় মেয়র মহোদয় ৯০০ টি সহ মোট ৫০০০ গাছ লাগানো যেতে পারে। যা শহরের সৌন্দর্য্যবর্ধনের পাশাপাশি বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধ ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তবে শুধু গাছ লাগালেই চলবে না, রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য প্রতিটি গাছ রোপন করে বাঁশের তৈরী খাঁচা দিয়ে সেগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে সম্মানিত কাউন্সিলরদের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব নিতে হবে। পাশাপাশি কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে WLCC কমিটি বৃক্ষরোপন কর্মসূচী ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে যুক্ত থাকবে। অতপরঃ সভার সভাপতি মহোদয় সহ অন্যান্য সদস্যগণ এবং সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ উপরিল্লিখিত ১ নং এজেন্ডার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সকলেই একমত পোষণ করে কিছু সুপারিশ পেশ করেন।	২) শহরের পরিবেশ রক্ষায় ও সৌন্দর্য্যবর্ধনে মহানগরীর বিভিন্ন রাস্তার ধারে, ডিভাইডারে/ আইল্যান্ডে, পতিত স্থান সহ ইত্যাদি জায়গায় রোপনের জন্য দেশী প্রজাতির গাছের পাশাপাশি থাইল্যান্ডের (পরিবেশবান্ধব) লাল কদম, ফক্সটেল, লিপস্টিক ইত্যাদি গাছও রোপন করা যেতে পারে।
আলোচ্য সূচী-০২ ঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে ও টেকসই জলবায়ু সহিষ্ণু পরিবেশবান্ধব মহানগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেসিসি'র জলাধারগুলি	আলোচনা ঃ সভার সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনামতে ভেটেরিনারি অফিসার ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস ০২ নং এজেন্ডায় বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে ও টেকসই জলবায়ু সহিষ্ণু পরিবেশবান্ধব মহানগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেসিসি'র জলাধারগুলি সহ অন্যান্য জলাধার সংরক্ষণ ও সংস্কার বিষয়ে আলোচনায় বলেন, কেসিসি'র সম্পত্তি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অধিকাংশ জলাধার/পুকুরগুলি অগভীর অবস্থায় রয়েছে। যা জরুরীভিত্তিতে সংস্কার/খনন পূর্বক পানি ধরন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, পাশাপাশি জলাধার/পুকুরগুলিকে আধুনিকায়ন করতে হবে এবং জলাধার সংরক্ষণের সংশ্লিষ্ট আইন গুলির মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে। এ সময়ে রেজবিনা খানম, স্থপতি, কেসিসি বলেন, KFW এর প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা মহানগরীর ২৩ টি (কেসিসি'র ১২ টি সহ) জলাধার (তালিকা উস্থাপন করেন) সংস্কারসহ যাবতীয় কার্যাবলী সংস্কার করা হবে। সঠিক নিয়মে জলাধার সংরক্ষণ করলে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি তাপমাত্রা সহনীয় রাখতে এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে ভূমিকা রাখবে।	সুপারিশমালা ঃ ১) জেলা পরিষদ কর্তৃক কালিবাড়ী মহেশ্বরপাশার দিঘি ভরাট কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য পত্র প্রদান করা সহ ভরাট বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সহ অন্যান্য জলাধার সংরক্ষণ ও সংস্কার বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশগ্রহণ।	এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ, প্যানেল মেয়র-২ ও সম্মানীত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩, কেসিসি, বলেন-খুলনা মহানগরীর সকল পুকুর/জলাধার ভরাট করা বন্ধ করতে হবে। শহরের কোন জলাশয় যাতে রাতের আধারে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বালি ফেলে ভরাট করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পাশাপাশি জলাধার/পুকুরগুলিকে সংরক্ষণের সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমাদেরকে নিতে হবে। এসময়ে সভার সভাপতি মহোদয় একমত পোষণ করে বলেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে ও টেকসই জলবায়ু সহিষ্ণু পরিবেশবান্ধব মহানগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেসিসি'র জলাধারগুলি সহ অন্যান্য জলাধার সংরক্ষণ ও সংস্কার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমার ০১ নং ওয়ার্ডে জেলা পরিষদ কর্তৃক কালিবাড়ী মহেশ্বরপাশা দিঘি ভরাট করার উদ্যোগ নিয়েছে। সেখানে নাকি অডিটোরিয়াম ও রাস্তার পার্শ্বে দোকান বানাবে, যার টেন্ডার প্রক্রিয়াও চলছে। এই দিঘিতে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ গোসলসহ অন্যান্য কার্যক্রম করে। উক্ত দিঘি ভরাট কার্যক্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে জলাধার সংরক্ষণের সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে। অতপরঃ সভার সভাপতি মহোদয় সহ অন্যান্য সদস্যগণ এবং সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ উল্লিখিত ০২ নং এজেন্ডার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কিছু সুপারিশ গৃহীত হয়।	২) কেসিসি'র সকল জলাধার/পুকুর গুলিকে সংস্কার/খনন পূর্বক পানি ধরন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, পাশাপাশি অন্যান্য জলাধার/পুকুরগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জলাধার সংরক্ষণের সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে পরিবেশ বাচানোর তাগিদে জলাভূমিকে বাচিয়ে রাখতে হবে।
৩। বিবিধ ঃ	পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি'র অন্যতম সদস্য জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ, প্যানেল মেয়র-২ ও সম্মানীত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩, কেসিসি, বলেন- খুলনা মহানগরী এলাকায় বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কর্মসূচী চলায় রাস্তা, ড্রেন খোড়া/কাটার কারনে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমানে বালু/ধুলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যা নগরবাসীর ঘরবাড়ী সহ অফিস আদালতে বাতাসে উড়ে প্রবেশ করছে। ফলে পরিবেশকে নোংরা করছে এবং নগরবাসীর ভোগান্তির সৃষ্টি করছে। তাছাড়া এই দুঃসহ গরমের দিনে, নগরবাসীকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে মহানগরীর জনবহুল রাস্তাগুলিতে প্রচুর পরিমানে পানি ছিটানো প্রয়োজন। তাই জরুরীভিত্তিতে নগরীর বিভিন্ন রাস্তায় পানি ছিটানো গাড়ী (স্প্রে-ক্যানন) ক্রয় করতে হবে। তবে পরিবেশ রক্ষায় ভূগর্ভস্থ পানি ছিটানোর কাজে ব্যবহার না করে নদীর (ভৈরব, রুপসা, ময়ূর ইত্যাদি) পানি ব্যবহার করতে হবে।	সুপারিশমালা ঃ ১) অতি গরমে জনবহুল ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ধূলিযুক্ত রাস্তায় পানি ছিটানোর জন্য গাড়ী (স্প্রে-ক্যানন) ক্রয় করা যেতে পারে। তবে পানি ছিটানোর কাজে নদীর (ভৈরব, রুপসা, ময়ূর ইত্যাদি)/ জলাধারের পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অতপরঃ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৮/০৪/২৪

(মোঃ শাহাদাত মিনা)
সভাপতি
পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
ও
কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১
খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।

মোঃ শাহাদাত মিনা
কাউন্সিলর, ১নং ওয়ার্ড
খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।

ইচ্ছা নং-০৪

স্মারক নং ঃ ৪৬.১৩.০০০.০১২.১৬.০৭৭.১৪- ৭২৪

তারিখঃ ১৫ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৮/০৪/২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি ঃ

১। সম্মানীত সকল সদস্যবৃন্দ, পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি, কেসিসি।
২। সম্মানীত কাউন্সিলরবৃন্দ, কেসিসি।

২৮/০৪/২৪

(মোঃ শাহাদাত মিনা)
সভাপতি
পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
ও
কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১
খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।

মোঃ শাহাদাত মিনা
কাউন্সিলর, ১নং ওয়ার্ড
খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।

স্মারক নং ঃ ৪৬.১৩.০০০.০১২.১৬.০৭৭.১৪- ৭২৪

তারিখঃ ১৫ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৮/০৪/২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি ঃ

১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কেসিসি।
২। সচিব, কেসিসি।
৩। সকল বিভাগীয়/শাখা প্রধানগণ, কেসিসি।
৪। সি.এ টু মেয়র, (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) কেসিসি।
৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

২৮/০৪/২৪

(মোঃ শাহাদাত মিনা)
সভাপতি
পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
ও
কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১
খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।

মোঃ শাহাদাত মিনা
কাউন্সিলর, ১নং ওয়ার্ড
খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।